(১) অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণে বা অনুনাসিক বর্ণের স্থানে জাত চন্দ্রবিন্দু। যেমন, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে—নাশেঁ অকিলেসেঁ (সং অক্লেশেন) অস্নেঁ (অস্তেন) অলিএঁ (অলিনা) ভুবণেঁ মইলেঁ মকুঁ (মম) মলিনেঁ মাঝেঁ মিছেঁ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—কাহ্নাঞিঁ কোণেঁ1 (কোন) অমিঞাঁ জরমেঁ (জন্মে) নিঞাঁ (লইয়া) আঙ্গিআঁ ভাঙ্গিলেঁ ইত্যাদি। বিদ্যাপতিতে—কোনেঁ পটাম্বঁর (২২৪)। গোপীচন্দ্রে—ছাওঁ (লও, ১৯৯)। মনসামঙ্গলে—লাঁফ, বাঁধে (৬; ১৭৩)। জগৎমঙ্গলে—কোঁঙার (২)।

(২) অনুনাসিকবর্ণের উচ্চারণমূলক চন্দ্রবিন্দুর অযথা স্থানে প্রয়োগ। যেমন, বএঁসে (বএস+এঁ৩—শ্রী.কী); কঁচি, উঁচি আঁচান গোঁসাই ইত্যাদি।

(৩) সানুনাসিক উচ্চারণ হেতু চন্দ্রবিন্দুর আগম। যেমন, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে—উছলিআঁ (উচ্ছলিত) এবেঁ কইসেঁ (কিসে) জথাঁ জবেঁ জাইবেঁ ভুলেঁ (ভুলে) বেএঁ (বেদে) বেসেঁ (বেশ)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—এবেঁ কুলেহোঁ তোএঁ (তুমি) পোএঁ (পুত্র) পোড়াঞাঁ ভখিতেঁ ইত্যাদি। মনসামঙ্গলে—জোঁকার (২২)। বাইশ কবি-মনসায়—জাঁতি যুঁথী (২৭), ভেঁড়া (৮৮), যুঁথিকা (১০৮)। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে যবেঁ সতোঁ তবেঁ (৯৬৫), চলিতেঁ (৯৬৭)। আধুনিক বাঙলায়—চঁই ছুঁই ছুঁই ছুঁচ জুঁই পাঁব ফাঁকি পৌঁত পৌঁতা ইত্যাদি। বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ও বীরভূমে কথ্যভাষায়—ক'রেঁ পেয়েঁ যেয়েঁ ইত্যাদি।

(৪) অনুনাসিক বর্ণের স্থানে জাত চন্দ্রবিন্দুর লোপ। যেমন, গোরক্ষবিজয়ে—পাজি (পাঁজী ৪৭, টীকা), কাথা পাচ (৭৬), ঠাই (১১৬), সপিলা (১২১), কাড়ারি (কাঁড়ারি ১২৩)। মনসামঙ্গলে—ছিড়ে (২০), বান্ধা (৬৯), কোচা (কোঁচা ১৭৩), সাজাল (সাঁজাল ২০৫), কুথিতে (কুঁথিতে ২০৮)।

(৫) তন্ত্রে চন্দ্রবিন্দু বিন্দুরূপা শক্তির প্রতিরূপ (দ্র 'ওঁ'২)। সেই হেতু বাঙলায় শক্তিবিগ্রহের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু লেখার ব্যবস্থা আছে। উহার অর্থ 'ঈশ্বরী', অর্থাৎ শক্তিবিগ্রহ দুর্গা-প্রভৃতি। যেমন, শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী দেবী, ৺দক্ষিণা কালী, ৺৭শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং (E.P. 47, 84, 104); শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজা, ৺শ্যামাপূজা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ইহারই অনুকরণে, শক্তিবিগ্রহভিন্ন অন্য দেববিগ্রহ, তীর্থস্থান, পবিত্রনদী-প্রভৃতির নামের সহিত এবং 'ঈশ্বর' অর্থে অতিব্যাপকভাবে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগের রীতি দেখা যায়। যেমন, ৺গঙ্গালাভ, ৺প্রাপ্তি (ব.প্র ৩৪৮)। ৺কাশীধাম। ৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, ৺৭শ্রীশ্রীগোবিন্দ, শ্রীশ্রী৺সেবার্থ, ৺বক্রেশ্বরনাথ, ৺জীয়ের সেবা, ৺সেবা, ৺চেরাগী, শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের সেবা, ৺দেবত্তর, ৺সেবাত, শ্রীশ্রী৺স্থানে, শ্রীশ্রী৺মঙ্গল করিবেন, শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী৺জিউর, শ্রীশ্রী৺কে অর্পণ (E.P. 18-179)। শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন, শ্রীশ্রী৺সরকার, ৺শ্রীশ্রীহরিশরণং, শ্রীশ্রী৺ভাগবতশাস্ত্র, শ্রী৺যমুনা, শ্রীশ্রী৺পদ্মাসন শ্রী৺গাদি (ব.প ১৬৩৯,-৪১)। মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর অর্থাৎ 'ঈশ্বরপ্রাপ্ত' 'স্বর্গগত' অর্থে চন্দ্রবিন্দু লেখার সামাজিক প্রথা আছে। যেমন, ৺শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী, ৺বুকদেব পাণ্ডা, ৺রাজু দেব্যা, ৺কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺দয়ারাম বসু, ৺নবাব (E.P. 35—113) ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই পড়ার বা বলার সময়ে 'চন্দ্রবিন্দু'র পরিবর্ত্তে 'ঈশ্বর' পড়ার বা বলার নিয়ম আছে, পুরুষ-স্ত্রী-ভেদে 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বরী' পড়ার বা বলার নিয়ম দেখা যায় না। 'ঈশ্বর' অর্থে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ শাক্তসম্প্রদায়ের; বৈষ্ণবেরা তৎস্থলে এবং পরে ব্যাপকভাবে 'শ্রী' প্রয়োগ করেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীরূপ শ্রীরাধিকাজিউ শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীকুঞ্জ শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধাকুঞ্জ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড শ্রীরঙ্গনমালা শ্রীলীলা (E.P. 17-33) ইত্যাদি।

— হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় শব্দকোষ
১৯৩৩-১৯৪৬, সাহিত্য অকাদেমি ১৯৬৬